দৈনিক সংবাদ · 008

তারিখ 11 DEC 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

৭৭% কলেজ গত পাঁচ বছরে একবারও পরিদর্শন করা হয়নি : জরিপ রিপোর্ট

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

কলেজ পরিদর্শনের দায়িত্ব উচ্চশিক্ষা পরিদপ্তর, শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত হলেও প্রায় শতকরা ৭৭ ভাগ কলেজ গত ৫ বছরে একবারও পরিদর্শিত হয়নি। ৯৩ ভাগ কলেজ ও ২৭ ভাগ সরকারী স্কুলে ইন্সপেকশন বই নেই। প্রতি বছর কমপক্ষে একবার পরিদর্শন হয়, এমন মাদ্রাসা নেই বললেই চলে।

এসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক একটি নমুনা জরিপ থেকে। 'বাংলাদেশের সমকালীন শিক্ষা প্রশাসন ও পরিদর্শন ব্যবস্থা' শীর্ষক এ জরিপে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাগুলোর সমস্যাদির খোলামেলা প্রকাশ ঘটেছে। রাখা হয়েছে এক গুচ্ছ সুপারিশ। প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করার বিষয়টিও সুপারিশমালায় রয়েছে।

শিক্ষা সচিব কাজি আজহার আলীর উদ্যোগে পরিচালিত এ নমুনা জরিপের তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হয় গত আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব এডুকেশনাল এডমিনিস্ট্রেশন এক্সটেনশন এণ্ড রিসার্চ (নিয়েয়ার) বিভিন্ন শিক্ষা পরিদপ্তরের সাহায্যে স্বল্প সময়ে জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন বানিয়েছে। ৯৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩১টি বেসরকারী বিদ্যালয়, ২৩টি সরকারী ও ৪৫টি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৫টি সরকারী কলেজ, ২৪টি বেসরকারী কলেজ, ৩১টি এবতেদায়ী, ৩৫টি দাখিল, সিনিয়র ও কামেল মাদ্রাসা, ১২টি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ৪টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ১২টি প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ২টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ৩টি বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, ১৯টি জেলা শিক্ষা (মাধ্যমিক) কার্যালয়, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় ও উপজেলা শিক্ষা কার্যালয়গুলো জরিপের আওতাভুক্ত ছিল।

পটভূমি

জরিপের পটভূমিতে বলা হয়েছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান দৈন্যদশা গোটা জাতিকে পীড়িত করছে। শিক্ষা একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অথচ স্পর্শকাতর বিষয়। শিক্ষার অধিকার সার্বজনীন হলেও শিক্ষার সুযোগ অবারিত নয় বলেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে বিতর্কের অন্ত নেই এবং বিতর্কও সীমাহীন। দীর্ঘকাল ধরেই শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্যতম দুর্বল ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা

সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সমস্যাদির মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত শিক্ষক ও স্থানাভাব শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্রের অভাব, সরকারী অনুদানের অভাব, কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয়ের প্রতি সঠিকভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অনীহা, অভিভাবকদের আর্থিক অনটন ইত্যাদি।

(শেষ পৃ: ৪-এর ক: দ্র:)

জরিপ রিপোর্ট

(১ম পাতার পর)

শিক্ষকের পদসংখ্যা বেসরকারী স্কুলের তুলনায় সরকারী স্কুলে বেশী থাকলেও শূন্যপদের সংখ্যাও সরকারী স্কুলে বেশী। শতকরা ৩০ ভাগ সরকারী স্কুল ও শতকরা ৭ ভাগ বেসরকারী স্কুল গত ৫ বছরে একবারও পরিদর্শিত হয়নি। ২৭ ভাগ সরকারী স্কুলে ইন্সপেকশন বই নেই। বহিঃ পরীক্ষার ফলাফলে সরকারী স্কুলগুলোতে পাসের হার ৫০ ভাগের নীচে যায় না, অথচ ৩৩ ভাগ বেসরকারী স্কুলে পাসের হার ৫০ ভাগের নীচে।

কলেজগুলোর পরিস্থিতি

সরকারী কলেজগুলোর সর্বস্তরের পদসমূহের ৩১ ভাগ শূন্য রয়েছে। বেসরকারী কলেজগুলোর শিক্ষক স্বল্পতা, আর্থিক সংকট বিরাজমান, পরীক্ষার ফলাফল অসন্তোষজনক।

মসজিদ ভিত্তিক মক্তব

প্রতিবেদনে মক্তবগুলো সম্পর্কে উচ্ছাস ও প্রশংসা করে বলা হয়েছে, জনগণের চাঁদা আয়ের প্রধান উৎস। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এগুলো যুগযুগ ধরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে; তাই এসবের সামগ্রিক উন্নতিবিধানে সরকার ও জনগণের উচিত যৌথভাবে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

মাদ্রাসা

এবতেদায়ী প্রতিটি মাদ্রাসা তীব্র আর্থিক অনটনে রয়েছে। পরিদর্শন ব্যবস্থা দুর্বল। দাখিল, সিনিয়র ও কামিল মাদ্রাসাগুলোর আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে জরিপে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। সকল মাদ্রাসা শিক্ষকেরই শিক্ষা বিষয়ে কোন পেশাগত প্রশিক্ষণ নেই। মাদ্রাসাগুলোর পরিদর্শনকালে শিক্ষার মানোন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়ের বিচার বিবেচনা খুব একটা গুরুত্ব পায় না।

প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট

ভকেশনাল ইন্সটিটিউটগুলোর ছাত্রসংখ্যা কম। মনে হয় এর প্রতি তরুণদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। প্রশিক্ষণের মান যথাযথ নয়। পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষরা ছাত্র-রাজনীতি বন্ধ ও নকল প্রবণতা রোধের চেষ্টা চালানোর পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তবে কীভাবে বন্ধ করা যাবে সে মতামত দেননি। পিটিআইগুলোতে পরিদর্শনের ব্যবস্থা ...ই বললেই চলে।

শিক্ষা কার্যালয়

উপজেলা পর্যায়ে অন্যান্য সার্ভিসের তুলনায় উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের বেতন স্কেলের এক ধাপ নীচে থাকায় সকলের মধ্যে হীনমন্যতার মনোভাব দেখা গেছে। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়গুলোর ভবনসমূহের ৬৩ ভাগ ব্যবহারের অনুপযোগী।

টাস্ক ফোর্স গঠন

গতকাল বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষা সচিব কাজি আজহার আলী সাংবাদিকদের এ জরিপের রিপোর্ট দেন। তিনি বলেন, বর্তমান শিক্ষা প্রশাসন ও পরিদর্শন ব্যবস্থার সমস্যাগুলো সনাক্তের জন্যে জরিপ চালানো হয়েছে এবং সুপারিশ রাখা হয়েছে। সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। একটি কার্যকর পরিদর্শন ম্যানুয়েল সুপারিশ অনুসারে তৈরী করা হয়েছে।

শিক্ষা সমস্যার সাথে আর্থ-সামাজিক সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু জরিপ করা হয়েছে মূলতঃ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে অতএব এর সুপারিশ বাস্তবায়নে ফল কতটুকু আসবে? আসল সমস্যা তো থেকেই যাবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার গলদ তুলে ধরা এবং পর্যাপ্ত অর্থ মঞ্জুরির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর অর্থ কি এটা দাঁড়ায় না যে, আরো বেশী টাকা মৌলিক সংস্কারবিহীন শিক্ষাব্যবস্থায় অনর্থক খরচ হবে? এসব প্রশ্নের জবাবে শিক্ষা সচিব বলেন, অবশ্য আর্থ-সামাজিক বিষয়টির সাথে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত। এ জন্যে আমরা আলাদা জরিপ চালাচ্ছি কয়েকটি জেলায়। বর্তমান জরিপে পদ্ধতিগত উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হয়েছে।